তারিখ ... 29 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ১২ ... ১৫

সংবাদ

পাবনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবস্থান সুদৃঢ় করছে জামাত

❑ বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার অভিযোগ
❑ গাওয়া হয় না জাতীয় সঙ্গীত

হাবিবুর রহমান স্বপন, পাবনা থেকে ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের মধ্য দিয়ে জামাতে ইসলামী পাবনা জেলায় তাদের অবস্থান মজবুত করার এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে সরাসরি ইন্ধন জোগাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক উর্ধ্বতন আমলা।

জেলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদসহ শিক্ষকদের পদে জামাত-শিবিরের ক্যাডার শিক্ষকদের বহাল, নতুন চাকরিদান করা, বদলি করে আনার কর্মসূচি চলছে পুরোদমে। ইতোমধ্যেই পাবনা সরকারি অ্যাডওয়ার্ড কলেজ, শহীদ বুলবুল কলেজ, [illegible] কলেজ, পলিটেকনিক, মহর্ষি [illegible] কলেজসহ সরকারি দু'টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পাবনা জেলা স্কুলে ৩১ জন জামাতপন্থী শিক্ষককে বদলি করে আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাবেক শিবির ক্যাডারদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বেশি দেয়া হবে- এমন শর্তে নতুন এমপিওভুক্তগুলোতে জামাতের সদস্যকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

জেলায় নতুন ৭টি কলেজ, ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২৬টি নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে জামাতের। একটি সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানে সাবেক শিবির ক্যাডারদের চাকরি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই এর

জামাত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

জামাত ঃ পাবনার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মূল উদ্দেশ্য। সুকৌশলে জামাতে ইসলামী প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের দলীয় সদস্যদের চাকরি দিচ্ছে।

পাবনার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাঁথিয়া স্নাতক মহাবিদ্যালয়ে জামাতের সাঁথিয়া উপজেলা আমিরকে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে সুকৌশলে। মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আয়েজউদ্দিনকে সরিয়ে বসানো হয়েছে মোহাম্মদ আলীকে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সমর্থক ভাইস প্রিন্সিপাল আবদুর রাজ্জাককে বঞ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কলেজটির সভাপতি (পরিচালনা কমিটি) জামাতের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী। পাবনা শহরের উপকণ্ঠে স্থাপন করা হয়েছে ইসলামিয়া কলেজ। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটির সভাপতি জামাতের মও. আবদুস সুবহান এমপি। ওই কলেজের সকল শিক্ষক এবং স্টাফ জামাতের সক্রিয় সদস্য। এখানে ইসলামি সাহায্য সংস্থার টাকায় বিরাট ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। পাবনা শহরে ব্যাপক প্রচার রয়েছে, ওই প্রতিষ্ঠানে জামাত-শিবিরের কর্মীদের গ্রুপ ট্রেনিং করানো হয়।

সাঁথিয়া উপজেলা সদরে মহিলা কলেজ, বনগ্রাম রসুলপুর কলেজ, আতাইকুলা আমেনা খাতুন কলেজ, কাশিনাথপুর বালিকা বিদ্যালয়ে সিংহভাগ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে জামাতের। সাঁথিয়া উপজেলা পরিষদের জমিতে স্থাপিত ইমাম হোসেন অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ থেকে ৩টি শিক্ষকের পদে রয়েছেন সাঁথিয়া কলেজের শিক্ষকরা। জামাতের ক্যাডার বলে পরিচিত এসব শিক্ষক একই সঙ্গে দু'টি প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতা করেন।

পাবনা সদর উপজেলা, সাঁথিয়া সদর ও বেড়া পৌর এলাকায় যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তাতে শূন্যপদগুলোতে জামাতিদের বদলি করে আনা হয়েছে। ভাল স্কুলগুলোতে আনা হচ্ছে তাদের।

পাবনার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এডওয়ার্ড কলেজ ও পলিটেকনিক শিবিরের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান দু'টির চারদিকে কমপক্ষে ২০টি ছাত্রাবাস বা মেস করেছে তারা। উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করা। আর এসবই জামাত করে চলেছে সুপরিকল্পিতভাবে।

শুধু পাবনা শহরে জামাত-শিবিরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত- এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে আধা ডজন। প্রখ্যাত সিনেমা তারকা সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে ইমাম গাজ্জালি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছে জাগির হোসেন অ্যাকাডেমি।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন আমলা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে গেছেন। উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার অভিযোগও রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুকৌশলে জামাতের করায়ত্ত করার পেছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। জামাতের এক ক্যাডার জানায়, একই সঙ্গে তাদের দু'টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রথমত যেসব শিবিরকর্মী শিক্ষা শেষ করে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে, তাদের কমপক্ষে ৩০/৩৫ বছরের জন্য কর্মসংস্থান হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মাথায় জামাত-শিবিরের আদর্শ ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মী তৈরি করা হচ্ছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনভিজ্ঞ, সরল এবং অদূরদর্শী ব্যক্তি সহায়তা দিয়েছে। এদের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার পর জামাতের ক্যাডাররা পরিচালনা কমিটি থেকে তাদের বাদ দিয়েছে- এমন নজিরও অনেক।

শুধু তাই না, জামাতে ইসলামী আরও একটি নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তারা ইসলামি দাতা সংস্থা হিসেবে পরিচিত এমন সংস্থার অর্থায়নে স্থাপন করছে দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্লিনিক। এসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকসহ অন্য স্টাফ নিয়োগ করা হচ্ছে দলীয় সদস্যদের।

সাঁথিয়া উপজেলার ছনদহ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে জোড়গাছা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ নব প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন জামাতের সাঁথিয়া উপজেলা সেক্রেটারি আকমল হোসেন। এ নিয়ে দু'টি এলাকার মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়েছে। এছাড়া দুইবালিতে স্থাপন করা [illegible]